জীবন জাল

একটি জঙ্গলে, একটি ছোট কালো বিড়াল থাকত। বেচারা সব সময় খুব ভয় পেত। চারদিকেই সে দেখত, এক প্রাণী আরেক প্রাণীকে খাচ্ছে। তাই সে সারাদিন ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকত।

একদিন বিকেলে একটি বেজি সেখানে এল। তার তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে সে কালো বিড়ালটিকে দেখে ফেলল। কাছে গিয়ে সে বিড়ালটাকে ভালো করে দেখতে লাগল।

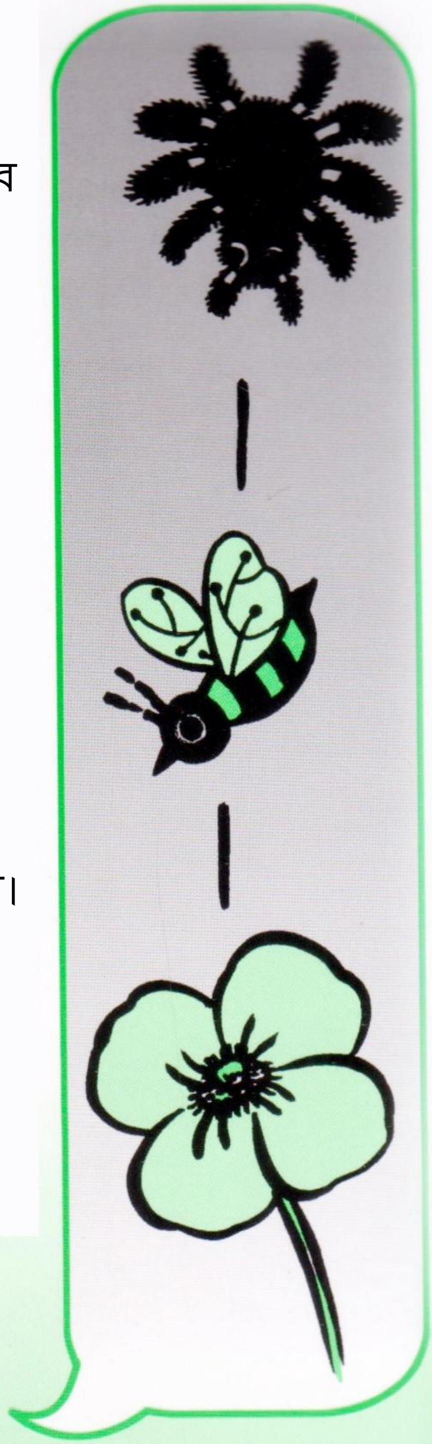
সেই দেখে বিড়ালটি ভয়ে কাঁপতে শুরু করল।

বিড়াল: তুমি কি আমাকে খেয়ে ফেলবে?

বেজি: না, একেবারেই না! আমি তোমার লেজটা দেখছিলাম। ওটার ডোরাগুলো সাপের মতো। তাই......... তাকিয়ে ছিলাম।

বিড়াল: আমি তো আর সাপ নই! আমি একটা বিড়াল। তাহলে... তুমি আমাকে মারবে না তো?

বেজি: তুমি তো আমার বন্ধু। আমি কোনোদিনই বন্ধুকে মারি না।







বিড়াল: সত্যি!? প্রতিদিন দেখি, এক প্রাণী আরেক প্রাণীকে খাচ্ছে। মাকড়সা পোকা খায়। ছোট ছোট পাখি মাকড়সা খায়। ঈগলেরা ছোট ছোট পাখি খায়...... মারামারির যেন শেষই নেই!

বেজি: শোনো, প্রাণীরা তাদের বন্ধুদের খায় না। তারা শুধু তাদের শিকারকেই খায়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

বিড়াল: প্রকৃতি? আমি তো প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানি না!

বেজি: কী বলো! কিন্তু তুমি তো ইঁদুর খাও। ইঁদুর কি তোমার বন্ধু?



বিড়াল: না, ও তো আমার শত্রু!

বেজি: সে কী করে তোমার শত্রু হল? সে তোমার কী ক্ষতি করেছে?

বিড়াল: সে তো আমার কিছুই করেনি। আমি সারা জীবন ইঁদুর খেয়েই আসছি! আমি কখনো এটা নিয়ে ভাবিনি।

বেজি: এটাই তো প্রকৃতি। ইঁদুর হলো তোমার স্বাভাবিক শিকার।

বিড়াল: ওহ! তাহলে তোমারও কি কোনো স্বাভাবিক শিকার আছে?

বেজি: হ্যাঁ, সাপ! আমি ছোটবেলা থেকেই সাপ খেয়ে বড় হয়েছি। আমি তো এ নিয়ে কখনো কিছু ভাবিই নি। স্বাভাবিকভাবেই, আমি সাপ দেখলেই খাই।

বিড়াল: সাপ কি তোমার শত্রু?

বেজি: ও হ্যাঁ! সুযোগ পেলে সাপ আমাকে মেরে ফেলবে।

ঠিক তখনই একটি শিয়াল সেখানে এল। বিড়াল আর বেজি তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়ল।

বেজি: সুপ্রভাত, শিয়াল মশাই! আপনি কি আমাদের খেতে চান?

শিয়াল: একেবারেই না! আমি নিজে শিকার করে খাই না।

বিড়াল: তাহলে আপনি তো অন্য সব প্রাণীর থেকে আলাদা!

শিয়াল: তেমন নয়। আমি শুধু সিংহের শিকারের অপেক্ষা করি। সিংহ খাওয়া শেষ করলে, আমি আমার ভাগ নিই। সিংহের হাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত সব প্রাণীই আমার বন্ধু।

বিড়াল: সিংহ কি আমাদের খেয়ে ফেলবে?

শিয়াল: না, আমার তা মনে হয় না। সে বড় প্রাণী বেশি পছন্দ করে।

এরপর একটি রাজগোখরা সাপ ফিসফিস করে এগিয়ে এল। সে একটি ইঁদুরকে তাড়া করছিল। বেজি গাছ থেকে চিৎকার করতে করতে লাফিয়ে পড়ে সাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে ভীষণ লড়াই হল। শেষে সাপটি মরে পড়ে রইল।

ইঁদুরটি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।



ইঁদুর: বেজি কাকা! আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। ধন্যবাদ!

বেজি: এ তো কিছুই না! যে কোনো বেজিই এমনটাই করত।

বিড়াল: (গাছ থেকে নামতে নামতে) এ এক আজব ধাঁধা। সাপ তোমার শত্রু, তাই তোমরা একে অপরকে মারতে চাও। কিন্তু ইঁদুর তোমার বন্ধু। আমিও তোমার বন্ধু। অথচ আমি ইঁদুর খাই। এটাই আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

বেজি: প্রকৃতি এমনই। এখানে বন্ধুত্ব আছে, আবার শত্রুতাও আছে। আমরা সবাই জীবনের এক বড় জালের এক একটা সুতোর মতো, আমরা সবাই একে অপরের সঙ্গে বাঁধা।

বিড়াল: তুমি কত বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী! সব কিছুই জানো! তুমি সত্যিই খুব ভালো বন্ধু!

ইঁদুর: হ্যাঁ, তুমি খুব ভালো বন্ধু!

বেজি: তোমাদের দুজনেরই বন্ধু হতে পেরে আমি খুশি। কিন্তু এখন, বন্ধু ইঁদুর, তোমার চলে যাওয়াই ভালো— আমার বন্ধু বিড়ালের আবার খিদে পাওয়ার আগেই!

ইঁদুর: ধন্যবাদ! বিদায়!

অ্যাড্রিয়েন ফস্টার পটারের গল্প অবলম্বনে



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy



বোঝা হালকা হওয়া

হান্স দূরের এক শহরে কাজ করতে গিয়েছিল।
সে টানা সাত বছর মন দিয়ে কাজ করল।
একদিন সে তার তত্ত্বাবধায়ককে বলল,
"আমি আমার মাকে দেখতে বাড়ি যেতে চাই। তিনি আমাদের গ্রামেই থাকেন। দয়া করে আমার মজুরি দিন, যেন আমি তা নিয়ে যেতে পারি।"

তত্ত্বাবধায়ক বললেন,
"তুমি সাত বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছ। এই নাও তোমার মজুরি।"
এই বলে তিনি তাকে একটি বড় সোনার টুকরো দিলেন।

হান্স সোনার টুকরোটি কাপড়ে মুড়ে মাথায় নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হল।

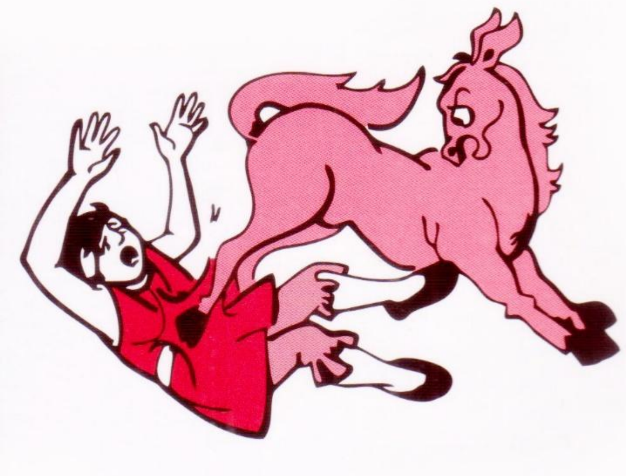
পথে সে দেখল, একজন লোক একটি সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে।
হান্স মনে মনে বলল,
"আহা! যদি আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি যেতে পারতাম!"

এ কথা শুনে ঘোড়াওয়ালা বলল,
"তুমি এত ভারী বোঝা নিয়ে হাঁটছ কেন?"

হান্স বলল,
"আমার উপায় নেই। এই সোনা আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতেই হবে।"

ঘোড়াওয়ালা বলল,
"তা হলে এমন করো—আমাকে সোনাটা দাও, আর আমার ঘোড়াটা নিয়ে যাও। এতে তুমি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে!"

হান্স খুশি হয়ে সোনার টুকরোটি দিয়ে ঘোড়াটি নিল।
কিন্তু সে ঘোড়ায় চড়তেই আর লাগাম টানতেই ঘোড়াটি ছুটে গেল!
হান্স ছিটকে পড়ল এক খাদের মধ্যে!



সব মোটেও ঠিক ছিল না।

কাছেই কাজ করছিল এক চাষী। সে হান্সের ঘোড়াটি ধরে ফেলল এবং তাকে খাদের ভেতর থেকে উঠতে সাহায্য করল। হান্স তাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর বলল, “এই ঘোড়াটা আমাকে কত সহজেই ফেলে দিল! আমি আর কখনো এটায় চড়ব না। কিন্তু আপনার গরুটাকে দেখুন—কী শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে! আমার এমন একটি পশু থাকলে কত ভালো হতো!”

চাষী বলল, “ওহ! তুমি যদি গরু চাও, নিশ্চয়ই নিতে পারো। বদলে কি তোমার ঘোড়াটা আমাকে দেবে?”

হান্স খুশি হয়ে ঘোড়াটি দিয়ে গরুটি নিল। গরুটিকে সামনে হাঁকিয়ে সে আবার রওনা হল।

কী গরম দিন! হান্স খুব তৃষ্ণার্ত ছিল। সে ভাবল, “এই গরুটা যদি আমাকে একটু দুধ দিত!”

সে হাঁটা থামিয়ে বসে গরুটিকে দুধ দোয়াতে গেল। কিন্তু গরুটি চমকে উঠে তাকে লাথি মারল!

হান্স রাস্তায় পড়ে গেল। দুধ তো আর পাওয়া গেল না!

চোখ খুলে হান্স চারদিকে তাকাল। তার গরুটি একটু দূরে শান্তভাবে ঘাস খাচ্ছে, যেন কিছুই হয়নি!

এমন সময় এক লোক সেখানে এল। সে একটি ছাগলকে লম্বা দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি হান্সকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।



হান্স বলল, “এই গরু দুধ দেয় না, শুধু লাথি মারে! আপনার ছাগলটা বরং ভালো। আপনি কি গরুর বদলে ছাগলটা দেবেন?”



লোকটি রাজি হল। হান্স গরু দিয়ে ছাগলটি নিল। দড়ি ধরে সে আবার হাঁটা শুরু করল।

পথে সে একজন লোককে দেখল, যার কাছে একটি মুরগি ছিল। হান্স ভাবল, “বাড়িতে মুরগি থাকলে ভালো হয়। এটি আমাদের ডিম দেবে। কিছু ডিম রেখে দিলে সেগুলো থেকে বাচ্চাও বের হবে। তখন আমাদের অনেক মুরগি হবে!”

তাই সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, “এই ছাগলের বদলে আপনি কি আপনার মুরগিটা দেবেন?”

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হল।

এবার হান্স দ্রুত হাঁটতে লাগল। মুরগিটা তো একেবারেই হালকা!

কিন্তু তখনো তার বাড়ি বেশ খানিকটা দূর। ঠিক তখনই এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে আসছিল। তার মাথায় ছিল একটি ধার দেওয়ার পাথর (শান পাথর)।





হান্স দেখল লোকটি খুব কষ্ট করে বোঝা বহন করছে। তার খুবই সহানুভূতি হল। সে লোকটির জন্য দুঃখ পেল এবং তাকে সোনার টুকরো, ঘোড়া, গরু আর ছাগলের গল্প বলল।

লোকটি বলল, "তোমার ওই ছোট্ট মুরগিটা আছে— তুমি তো খুব ভাগ্যবান! যদি তুমি এটা আমার এই ধার দেওয়ার পাথরের (শান পাথর) সঙ্গে বদল করতে চাও, তাহলে তুমি অনেক ছুরি ধার দিতে পারবে আর ছুরি ধার দিয়ে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে!"

আমাদের সরল হান্স তাতেই রাজি হয়ে গেল! লোকটি কৃতজ্ঞ হয়ে মুরগি নিয়ে চলে গেল, আর হান্স শান পাথরটি মাথায় তুলে নিল।

হান্স হাঁটতে হাঁটতে এক বড় কুয়ার কাছে পৌঁছাল। সে পাথরটি কুয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে জল খেতে গেল।

হঠাৎ কী হল! ঘুরতে গিয়ে হান্স পাথরটিতে ধাক্কা খেল, আর পাথরটি কুয়ার ভেতরে পড়ে গেল!

হান্স বলে উঠল, "আরে বাপরে! আমার সব বোঝা তো নিজে থেকেই একে একে হালকা হয়ে গেল!"

এই বলে সে আনন্দে দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটল, তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে!



জার্মান লোককাহিনি অবলম্বনে

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

সোনার বেজি

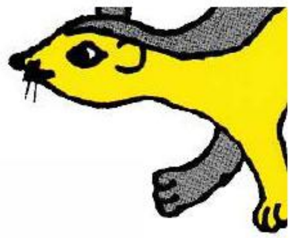
যুদ্ধ শেষ হলে পাণ্ডবরা এক বড় জয়োৎসবের আয়োজন করলেন। সম্রাট যুধিষ্ঠির সব দেশের রাজাদের আমন্ত্রণ জানালেন।

তিনি সাধারণ মানুষদের মধ্যে উপহার বিলিয়ে দিলেন ও দানধ্যান করলেন। চারদিকে গান, নাচ আর মহাভোজের আনন্দে ভরে উঠল পরিবেশ। সেখানে সবার জন্য ছিল প্রচুর খাবার।

এই আনন্দের মাঝেই হঠাৎ একটা বেজি উৎসবের হলে এসে হাজির হল। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বেজিটির শরীরের অর্ধেক অংশ সোনার মতো ঝলমল করছিল। আলোর ঝিলিকে সেটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।





নিঃশব্দে বেজিটি মেঝের উপর দিয়ে এগিয়ে এল।

সম্রাটের কাছে গিয়ে সে বলল, “ধর্মরাজ! এই উৎসব সত্যিই অসাধারণ। আপনি আপনার সম্পদ উজাড় করে দান করেছেন।”

রাজা যুধিষ্ঠির মাথা নাড়লেন।

বেজি আবার বলল, “তবে আপনার দান এখনো সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়।”

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে বললেন, “কেন? কোথায় আমার ভুল হয়েছে?”

বেজি বলল, “আমি এমন এক গরিব মানুষের কথা জানি, যার দান আপনার চেয়েও বড়। আমার এই শরীরের অর্ধেক সোনালি হওয়ার গল্প শুনলেই আপনি বুঝবেন।”

তারপর বেজি গল্প শুরু করল—

“যার কথা বলছি, সে ছিল এক দরিদ্র গ্রামবাসী। সে মাঠে কঠোর পরিশ্রম করত, তবুও সামান্য শস্যই পেত। সেই শস্য সে পরিবারের সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিত। এইভাবেই তারা অনেক বছর ধরে অল্প খেয়ে বেঁচে ছিল।

তারপর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এল। আগে তাদের কাছে অল্প ছিল, আর এখন তাদের কাছে কিছুই রইল না। পুরো পরিবার তিন দিন না খেয়ে রইল।

চতুর্থ দিনে, সেই গরিব মানুষটি কষ্ট করে কিছু শস্য জোগাড় করল। সে সেগুলো বাড়ি এনে আটা বানাল।

রাতের খাবার প্রস্তুত হল।

ঠিক সেই সময় এক সন্ন্যাসী সেই বাড়িতে এলেন। "আমার খুব খিদে পেয়েছে!" তিনি বললেন। সেই দরিদ্র গ্রামবাসী নিজের ভাগের খাবারটুকু তাঁকে দিয়ে দিলেন।

কিন্তু সন্ন্যাসীর পেট ভরল না। তিনি আরও খাবার চাইলেন। গ্রাসেই দরিদ্র মবাসীর স্ত্রী নিজের ভাগের খাবারটুকু তাঁকে দিলেন। আবারও সন্ন্যাসী আরও খাবার চাইলেন। গ্রামবাসীর ছেলে নিজের ভাগের খাবারটুকু ছেড়ে দিল। সন্ন্যাসী সেটাও খেয়ে ফেললেন, এরপরও তিনি আরও খাবার চাইলেন! এবার পুত্রবধূ নিজের ভাগের খাবারটুকু দিয়ে দিলেন। অবশেষে, সন্ন্যাসী খাওয়া থামালেন।

তারপর তিনি বললেন, "তোমরা নিজেরা অনাহারে থাকলেও, আমাকে তোমরা সানন্দে খাইয়েছ। তোমাদের এই উদারতা একজন রাজার উদারতার চেয়েও মহৎ!" তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করলেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

"এই সবকিছু যখন ঘটছিল, তখন আমি নিজেই তা স্বচক্ষে দেখেছি," বেজিটি বলে চলল।



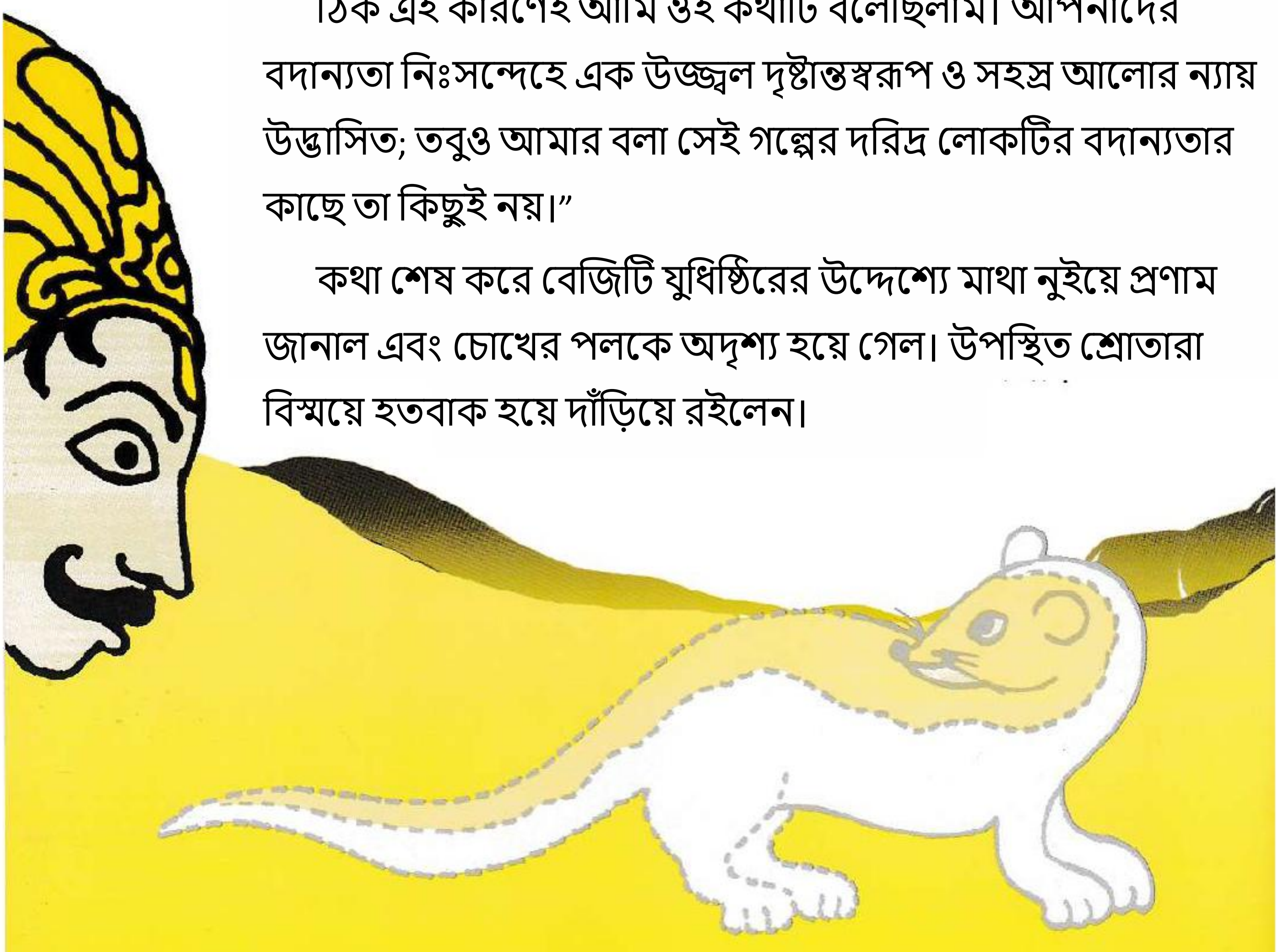
“এরপর, আমি চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পিষে রাখা শস্যের কিছুটা আমার লোমের সাথে আটকে গেল। আমার শরীরের সেই অংশটি সোনালি বর্ণ ধারণ করল।

সেই থেকে, আমি বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রতিটি স্থানেই আমি হামাগুড়ি দিয়েছি, গড়িয়েছি এবং শরীর মোচড় দিয়েছি—এই আশায় যে, আমার শরীরের বাকি অর্ধেক অংশও হয়তো সোনালি হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আজ, আমি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আপনাদের এই বিজয়োৎসবে উপস্থিত হয়েছি। আমি উৎসবকক্ষের ভেতর দিয়ে এবং সমবেত জনমণ্ডলীর মাঝে হামাগুড়ি দিয়েছি, গড়িয়েছি এবং শরীর মোচড় দিয়েছি। কিন্তু আপনারা তো স্বচক্ষে দেখতেই পাচ্ছেন, আমার শরীরের বাকি অর্ধেক অংশটি সোনালি হয়ে ওঠেনি।

ঠিক এই কারণেই আমি ওই কথাটি বলেছিলাম। আপনাদের বদান্যতা নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ ও সহস্র আলোর ন্যায় উদ্ভাসিত; তবুও আমার বলা সেই গল্পের দরিদ্র লোকটির বদান্যতার কাছে তা কিছুই নয়।”

কথা শেষ করে বেজিটি যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাল এবং চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। উপস্থিত শ্রোতারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

আমরা কারা?

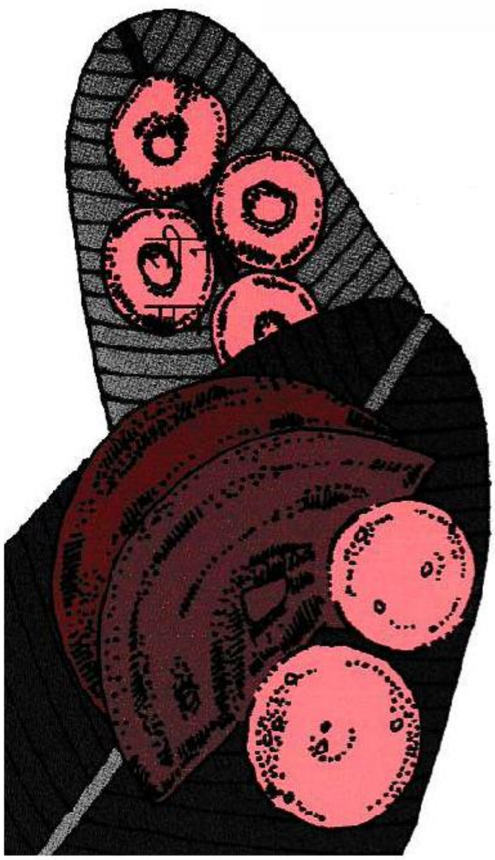
ঝকঝকে হলুদ গোল বল,
খেলার জন্য নয় মোটেও চল!
মুখে পুরে নাও এক কামড়,
মিষ্টি স্বাদে হবে মন ভরপুর!



ছোট্ট ঘর এক তিন কোণা,
ভিতরে আলু-মশলায় ভরা,
সবাই খায় বড়ই মজা করে—
খেতে লাগে বড়ই চমৎকার রে!

গোল গোল পাতলা থালায়,
নরম গরম কেক ফুলে ভাপায়,
সাথে চাটনিকে সঙ্গী নিয়ে
সবুজ পাতায় রয় সে চেয়ে!

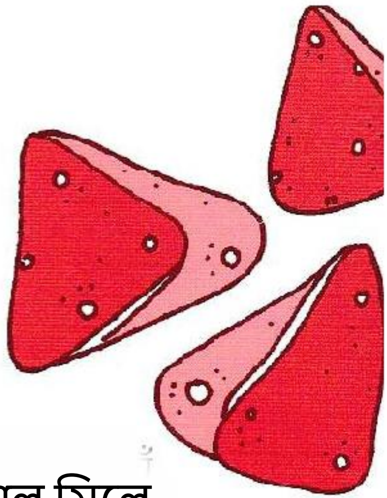
সাদা চিকন সাপের দল,
গোল থালায় জড়িয়ে চল,
কুরমা বা নারকেল দুধে—
খেতে লাগে দারুণ স্বাদে!



আটায় বানানো গোল-গাল চেহারা
ফুলকো আর মুচমুচে দোহারা
তেলে ঝাঁপ দিলে উঠি ফুলে ফেঁপে,
মোটা হই আমি মুহূর্তে!

গোল গোল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরি,
তেলে ভাজার পর রসেতে পেট ভরি,
গরম গরম খাও তাড়াতাড়ি—
না হলে মজা যাবে হারি!

আগুনের উপর কালো থালা,
তার ওপর ফুটছে সাদা পাতলা ,
দেখো! ফেঁপে উঠছে ধীরে—
মশলা ভরার সময় এলে!

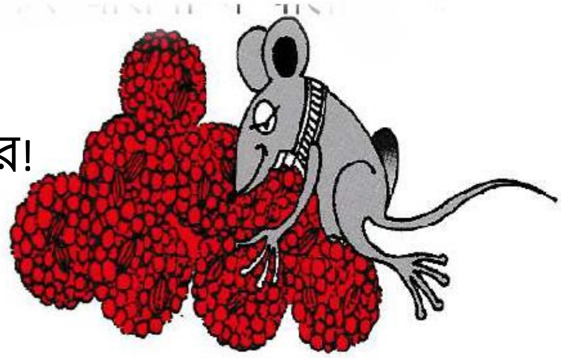


সাদা চাল, দুধ আর চিনি মিশে,
রান্না হলো মিষ্টি, নয় যে সে,
এলাচ-বাদাম আরও দিলেই—
উৎসবের রঙ বদলে যায় নিমেষেই!

চাল আর মুগ ডাল মিলে,
গুড় দিয়ে, মিষ্টি ঢেলে,
এলাচ-ঘি আর বাদাম যেই দেব্ আঃ—
যে খাবে, বলবে সেই- বাহ বাহ!

কড়মড় করে নকশা তার,
মুখে দিলেই সে স্বাদের জুড়ি মেলা ভার,
দাঁতকে দেয় বেশ নাড়া,
তবু খেতে সবার সেরা !

গোল গোল আর সোনালি রঙ,
বাইরে কড়মড়, ভেতরে নরম ঢঙ,
প্রোটিনে ভরা এই খাবার,
সাম্বার আর দইয়ের সাথে মিলে দারুণ স্বাদ তার!



নারকেল কুঁচি, গুড়ের সাথে,
এলাচ মিশে সুগন্ধে মাতে,
চালের গোলায় ভরে ভাপালেই,
মন জিতবে সব অতিথি আসলেই!

ইডলি, দোসা, মিষ্টি পঙ্গল, লাড্ডু, জিলেপি, মোদক,
ইডিয়াপ্পম, মুরুক্কু, বড়া, পুরি, সামোসা, পায়েস

জোরে জোরে মারো যেই,
আমি তাতে সাড়া দেই!
এইভাবেই খেলি দু'জন,
মজা লাগে সারাক্ষণ!

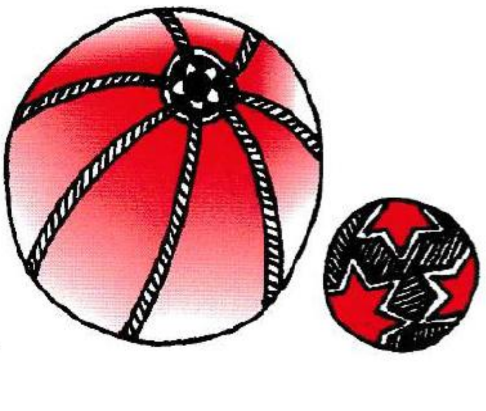


আমি উড়ি, তবু ঈগল নই,
ঝাঁপ দিই, তবু পেঁচা নই,
রঙিন আমি, টিয়া নই—
তবু সবার ভালোবাসায় ভেসে রই!

এই খেলাটা অনেক পুরনো,
দড়ি আর বন্ধু হলেই যথেষ্ট যেনো,
চল না সবাই মিলে খেলি—
তুমি কি খেলবে আমার সঙ্গে মিলি?

উঁচুতে উঠি আকাশ ছুঁতে চাই,
দূরের ঐ ডালকেও ছুঁতে যেন যাই,
আবার নেমে যাই হুশ করে নিচে,
আবার উঠি খুশির নাচে!
উপর-নীচ, উপর-নীচ—হুশ!
দোলাই তোমার মনটি করে খুশ !

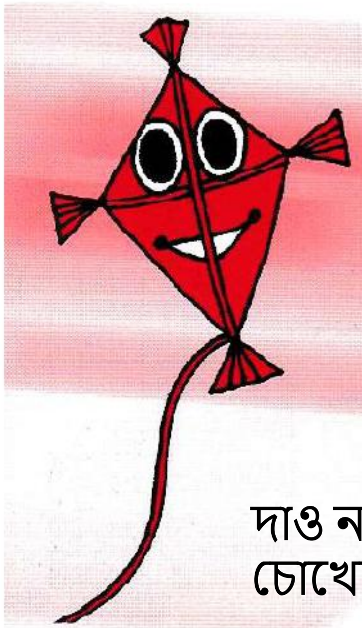
আমায় ফেললে চুপটি কোথায় হই,
আবার উঠলে স্থির না হই!



এক পায়ে ভর দিয়ে নাচি,
ঘুরি ঘুরি আনন্দে মাখি,
শেষে যখন ক্লান্ত হই—
চুপটি হয়ে শুয়ে রই!



আঙুল ছোঁয়ায় উড়ি আমি,
হালকা ছোঁয়ায় ভাসি আমি,
কিন্তু যদি খোঁচাও আমায়—
ফেটে যাই রেগে, আওয়াজ করে-ধুম!



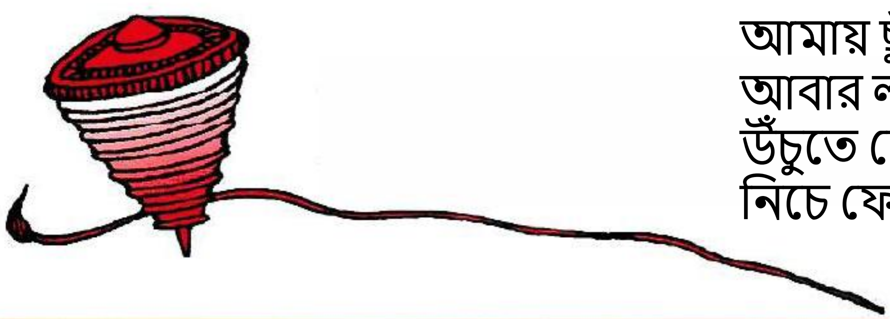
কাঠের বাড়ি, চৌদ্দ ঘর,
ভিতরে থাকে কত যে পর!
সত্তরটি ছোট্ট বাচ্চা নাচেরে—
বল তো তারা কারা রে?

দাও না কিছু ছোট্ট জিনিস,
চোখের সামনে তা দ্বিগুণ করি নিশ্চিন্ত!



ঘুরি আমি নেচে নেচে, একই বৃত্তের চারপাশে
হাতি-ঘোড়া আছে সব শেখানো পড়ানো,
নিজের জায়গায় যে যার দাঁড়ানো!

আমার পা চলে না,হাতে আমি দিই না তালি কখনও,
আমার মুখে নেই কথা, আঙুলেও নেই চুটকি
—কিছুই করি না আমি তেমন!
শুধু যখন বাচ্চারা আসে কাছে, আমি উঠি জেগে,
আমায় ওরা ভালবাসে, “আমার প্রিয়” বলে, খেলায় ভাসে!



আমায় ছুঁড়ে দিলে নিচে,
আবার লাফিয়ে উঠি পিছে!
উঁচুতে ফেলো—নামি আবার,
নিচে ফেলো—উঠি আবার!

দোলনা, বেলুন, বল, পুতুল, আতসকাচ, নাগরদোলা, ঘুড়ি,
তাঞ্জোর পুতুল, দড়ি লাফ, পাল্লাংকুঝি, লাট্টু, ঢোল

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

টমেটোগুলো সব গেল কোথায়?



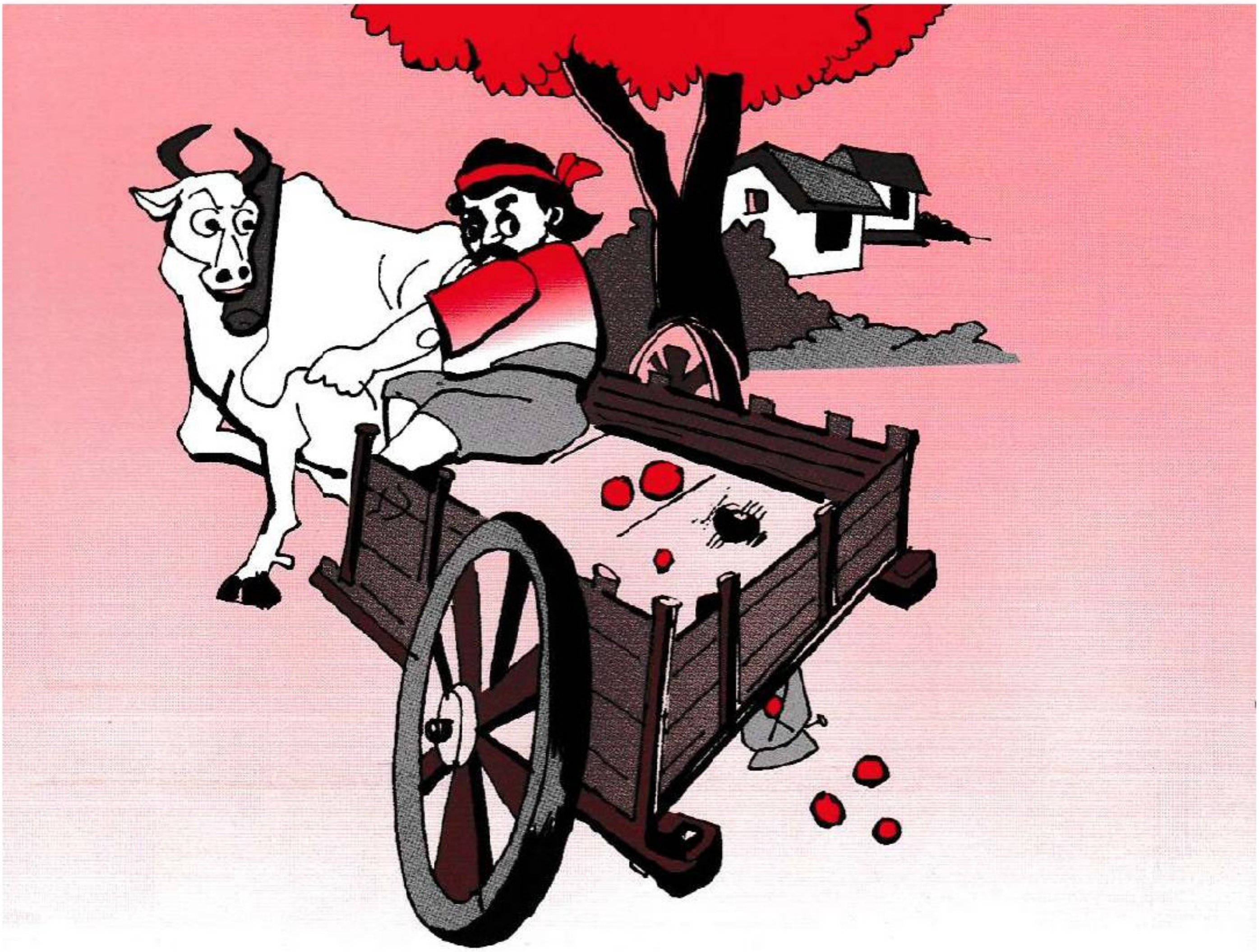
মোহনের বাগানটি বেশ ভরে উঠেছিল। টমেটো গাছগুলো সূর্যের দিকে তরতর করে বাড়ছিল। ফলগুলো সব বেশ শক্তপোক্ত ও লালচে হয়ে উঠেছিল। নিজের বাগানের টমেটোগুলো নিয়ে মোহনের গর্বের শেষ ছিল না!

একদিন হল কি, একটা হরিণ সেই বাগানে ঢুকে পড়ল। সেটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মোহন একটা পাথর হাতে তুলে নিল। কিন্তু তার স্ত্রী বলে উঠল, "হরিণটিকে আঘাত কোরো না! ও তো মাত্র দু-একটা টমেটো খাবে, তারপর নিজেই চলে যাবে।"

কিন্তু মোহন তার কথা বিশ্বাস করল না। সে বাগানের চারপাশ ঘিরে একটি বেড়া বানাল।

"এখন টমেটোগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ," সে মনে মনে ভাবল।





এরপর বাগানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসতে শুরু করল। তারা তো টমেটোর মহাভোজ বসিয়ে দিল! বেচারা মোহন তো দিশেহারা হয়ে পড়ল। "আজ থেকে," সে মনে মনে ঠিক করল, "আমার একটা টমেটোও আর কাউকে নিতে দেব না।"

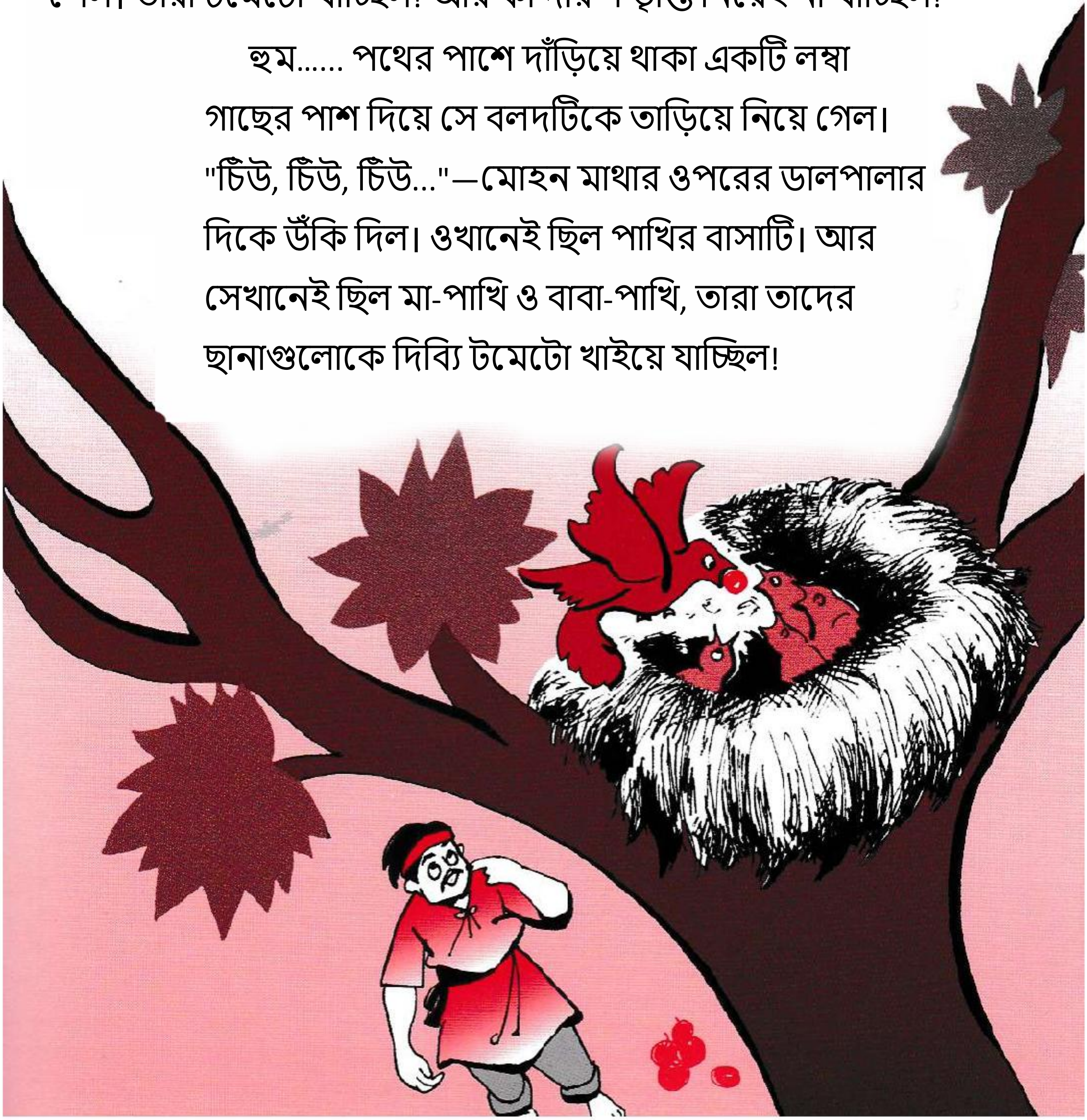
পরদিন খুব ভোরেই সে বাইরে এল এবং বাগানের প্রতিটি পাকা টমেটো তুলে নিল। সে সবকটি টমেটো একটি গাড়িতে বোঝাই করল এবং শহরের দিকে রওনা দিল; গাড়ির বলদটিকে দ্রুত চালানোর জন্য সে মুখে আর চাবুক দিয়ে নানা রকম শব্দ করতে লাগল।

শহরে পৌঁছে মোহন তার গাড়িটি থামাল এবং টমেটোগুলো নামাতে গেল। সেকি, এ কিরকম করে হল! গাড়িটি তো একদম খালি! "আমার টমেটোগুলো গেল কোথায়?" সে হাহাকার করে উঠল। তারপর সে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল। আরে! গাড়ির পেছনের দিকে তো একটা ফুটো রয়েছে! সবকটি টমেটো সেই ফুটো দিয়ে নিচে পড়ে গেছে!

মোহনের তো প্রায় কেঁদেই ফেলার দশা হয়েছিল। কিন্তু না কেঁদে সে প্রতিজ্ঞা করল, "আমি আমার সব টমেটো খুঁজে বের করবই!" সে গাড়িটি ঘুরিয়ে নিল এবং যে পথে এসেছিল, সেই পথ ধরেই ফিরে চলল। কিন্তু একটি টমেটোও তার চোখে পড়ল না!

ব্যাপারটা ছিল খুবই গোলমেলে। হঠাৎ মোহন দুটি ছোট হরিণ দেখতে পেল। তারা টমেটো খাচ্ছিল! আর কী দারুণ তৃপ্তি নিয়েই না খাচ্ছিল!

হুম...... পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লম্বা গাছের পাশ দিয়ে সে বলদটিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। "চিঁউ, চিঁউ, চিঁউ..."—মোহন মাথার ওপরের ডালপালার দিকে উঁকি দিল। ওখানেই ছিল পাখির বাসাটি। আর সেখানেই ছিল মা-পাখি ও বাবা-পাখি, তারা তাদের ছানাগুলোকে দিব্যি টমেটো খাইয়ে যাচ্ছিল!



সেই একই গাছের অন্য একটি ডালে সে দেখল, কয়েকটি কাঠবিড়ালি কিচিরমিচির করছে। তারাও তো গপ গপ করে টমেটো খাচ্ছিল! "আমার টমেটোগুলোর আর একটিও ফিরে পাব বলে মনে হয় না," সে মনে মনে বলল।

এবার সে বলদটিকে নিজের ইচ্ছামতো চলতে দিল। আঁকাবাঁকা পথ ধরে বলদ-টানা গাড়িটি ধীরগতিতে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পর সেটি একটি ছোট বাড়ির কাছে এসে পৌঁছাল। ভেতর থেকে শিশুদের হাসাহাসি আর খেলার শব্দ শুনতে পেল মোহন।

সেই শব্দের টানে সে তার গাড়িটি থামাল। কী চমৎকার দৃশ্য! শিশুদের সবার হাতেই টমেটো। তাদের মুখগুলো হাসিতে উদ্ভাসিত। “ঐ তো,আমার সেই অমূল্য টমেটোগুলো!" মনে মনে ভাবল মোহন। "দেখো, তারা এই পৃথিবীতে কত আনন্দ বয়ে এনেছে!"

এবার টমেটো হারানোর বিষয়টি তাকে আর বিন্দুমাত্রও বিচলিত করল না। এক হালকা মন নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

তিনটি সোনার পুতুল



বিজয়নগরের রাজদরবারে উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। এক পরিব্রাজক পণ্ডিত তিনটি সোনার পুতুল নিয়ে এসেছেন। পুতুল তিনটি দেখতে হুবহু একই রকম। যারাই দেখছে, তারাই ভাবছে যে পুতুলগুলো সব এক। কিন্তু পণ্ডিত বললেন, "এই তিনটি পুতুলকে দেখতে একই রকম মনে হচ্ছে। আসলে, এদের প্রত্যেকটি অন্য দুটির থেকে স্বতন্ত্রভাবে আলাদা।"

এরপর তিনি ঘোষণা করলেন, "যদি কেউ পুতুলগুলোর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করতে পারে, তবে সে পুতুলগুলোর সাথে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার হিসেবে পাবে। কিন্তু, দশ দিন পরেও যদি কেউ

পুতুলগুলোর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে না পায়, তাহলে আপনি আমাকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবেন!" রাজার প্রতি এটাই ছিল তাঁর চ্যালেঞ্জ। এবং রাজা তা গ্রহণ করলেন।

সারা রাজ্যে গুঞ্জন আর ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেলো! পুতুলগুলো প্রদর্শনের জন্য রাখা হলো। সেগুলো দেখতে মানুষের ভিড় জমতে লাগল। এইরকম করে নয় দিন কেটে গেল। কিন্তু পুরস্কারটি কেউ দাবি করল না।

রাজা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। "এই পণ্ডিত তো এবার প্রকাশ্যে বিজয় ঘোষণা করবে! আর আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। এ যে অসহ্য!" তিনি বললেন।

"শান্ত হোন, মহারাজ," তেনালি রামন রাজাকে আশ্বস্ত করলেন। "আমরা যথাসময়ে পুতুলগুলোর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করব।"



পরদিন তেনালি রামন এসে পুতুলগুলো পরীক্ষা করলেন। ভিড় জমে গেল এই দেখার জন্য যে তাদের এই চতুর মন্ত্রী কীভাবে রাজ্যের সম্মান রক্ষা করেন?

কিছুক্ষণ পর তেনালি রামন সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে একটি লাঠি নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি সেটি প্রথম পুতুলটির কানে ঢোকালেন। যখন তিনি লাঠিটি একটু ঠেললেন, সেটি পুতুলটির অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে এল।

এরপর তিনি লাঠিটি দ্বিতীয় পুতুলটির কানে ঢোকালেন। এবার সেটি পুতুলটির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল!

কিন্তু যখন তিনি লাঠিটি তৃতীয় পুতুলটির কানে ঢোকালেন, সেটি ওখানেই আটকে গেল এবং আর বের হলো না!

তেনালি রামন পণ্ডিতের দিকে ফিরে বললেন, "এই সেই পার্থক্যগুলো, যার অপেক্ষায় আপনি ছিলেন:



এখানে, প্রথম পুতুলটি বোকা মানুষদের সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। বোকা মানুষের এক কান দিয়ে যা ঢোকে, তা অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয় পুতুলটি আমাদের সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে শেখায়। তারা যা-ই শোনে, তা-ই সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বের করে দেয়।

তৃতীয় পুতুলটি আমাদের একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে চিনিয়ে দেয়। জ্ঞানী ব্যক্তি কথা বলার আগে চিন্তা করেন। এই ব্যক্তি যা-ই শোনেন, তা সবার আগে নিজের মনের গভীরে ধারণ করেন।"

এই শোনার পর, পণ্ডিত বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তেনালি রামনকে কুর্নিশ করলেন এবং ঐ তিনটি সোনার পুতুল তাঁর হাতে তুলে দিলেন। এরপর তিনি তাঁকে এক থলে সোনার মুদ্রা উপহার দিলেন। সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

তেনালি রামন কালবিলম্ব না করে সেই দুটি পুরস্কারই রাজার চরণে নিবেদন করলেন। আর এর বিনিময়ে তাঁর পুরস্কার কী ছিল? দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা!



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

আমাদের বাগান

নীল আকাশ... মৃদু বাতাস... স্নিগ্ধ রোদ... আর নিচে—ফুলে ভরা এক বাগান; কতই না বিচিত্র রঙের সেই ফুলেরা, মৃদু হাওয়ায় দুলে চলেছে!

গোলাপ, জুঁই, গাঁদা, পদ্ম, চন্দ্রমল্লিকা, জবা—সবারই মিলেমিশে বাস এই বাগানে। ফুলের ফাঁকে ফাঁকে বেড়ে উঠেছে ছোট ছোট ঝোপ, ঘাস আর লতানো গাছ!

সবুজের বিচিত্র সব আভা ফুলের রঙগুলোকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। আর তাদের সৌন্দর্যকে করে তুলেছে আরও গভীর।

এই বাগানের বাসিন্দারা তাদের বাগানটিকে নিয়ে কতই না গর্বিত!



একদিন, সেই বাগানে, মালী একটা নতুন ফুলের গাছ নিয়ে এল। সে সেটিকে বাগানের ঠিক মাঝখানে পুঁতে দিল।

ফুলটির লাল রঙটি ছিল অদ্‌ভুত সুন্দর আর অন্যধরনের। বাগানের অন্য ফুলগুলো এতে বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ল! নতুন এই লাল ফুলটিকে তাদের একদমই পছন্দ হলো না।

নতুন ফুলটি একা হয়ে পড়ল! সে মনমরা হয়ে পড়ল, আর নীরবে কষ্ট পেতে লাগল।

একদিন, একটি ছোট্ট সাদা গোলাপের নজর পড়ল তার ওপর!

"তুমি কোথা থেকে এসেছ?" সে জানতে চাইল।

লাল ফুলটির মন খুশিতে ভরে উঠল। সে সেই ছোট্ট সাদা গোলাপটিকে শোনাল, সুদূর কোনো এক অজানা জায়গা থেকে সে কীভাবে এখানে এসে পৌঁছেছে।

ছোট্ট সাদা গোলাপটি গভীর আগ্রহ নিয়ে তার কথা শুনল। এরপর সে লাল ফুলটিকে শোনাল তাদের এই বাগানের পরিবেশ-প্রতিবেশের কথা—ঋতুর পালাবদল, মাটির বৈচিত্র্য এবং বাগানের প্রতিটি গাছের খুঁটিনাটি বিবরণ। দেখতে দেখতেই, ফুল দুটি একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠল। তারা প্রতিদিনের অনেকটা সময়ই একে অপরের সাথে গভীর গল্প করে কাটাত। দিনে দিনে তাদের সেই বন্ধুত্ব আরও গভীর ও সুদৃঢ় হয়ে উঠল।

এরপর একদিন, মালী অনেকগুলো নতুন চারাগাছ নিয়ে এল। এবার তো বাগানের গাছেরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের এই সুন্দর জায়গাটা কি তবে নানা ধরণের ফুলে ছেয়ে যাবে? কী হতে চলেছে, তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

"তোমরা এত চিন্তা করছ কেন?" জিজ্ঞেস করল ছোট্ট সাদা গোলাপটি। "এই ফুলগুলো তো আমাদের প্রতিবেশী। খুব শিগগিরই ওরা আমাদের বন্ধু হয়ে উঠবে!" তার কথা শুনে কিছু ফুল স্বস্তি পেল, তবে সবাই নয়!

এরপর, যখন মৌমাছি আর প্রজাপতিরা তাদের মধু পান করতে এল, তখন কিছু ফুল চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওই নতুন ফুলগুলোর কাছে যেও না। ওরা নতুন,আমাদের চেয়ে আলাদা। ওরা আমাদের বন্ধু নয়!"

কিন্তু মৌমাছি আর প্রজাপতিরা তো কত কত বাগান দেখেছে! তারা উত্তরে বলল, "তোমরা যে কত ভাগ্যবান! এখানে তোমাদের সবার জন্য প্রচুর উর্বর মাটি পেয়েছ। তার সাথে এখানে আরও আছে স্নিগ্ধ বাতাস, জল এবং রোদ। তাছাড়াও, পোকামাকড়ও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে!"

ফুলেরা যেন তাদের ভুল বুঝতে পারছিল।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে, নতুন চারাগাছগুলোও সতেজ হয়ে উঠছে। এখন সূর্যের রশ্মি প্রতিটি ফুলকে স্পর্শ করছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলোও তাদের সবাইকে সমানভাবে সিক্ত করছে। মৃদু বাতাস তাদের সবাইকে সতেজ করে তুলছে। বাগানটি এখন আরোও যেন চমৎকার সুন্দর হয়ে উঠেছে!

এখন এখানে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন বেড়াতে আসে।

উদ্বিগ্ন ফুলেরা তাদের ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। তারা উপলব্ধি করেছে, "সাদা গোলাপ, মৌমাছি আর প্রজাপতিরা সবাই সত্যি বলছিল! নতুন ফুলেরা আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি! আমাদের জায়গাও কেড়ে নেয়নি!"

এখন বাগানটি শান্ত এবং বন্ধুত্বে একতাবদ্ধ। যারা এখানে ঘুরুতে আসে, তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলে, "দেখ, দেখ, কী সব রঙ! আর কত রকমের ফুল! আমরা এমন চমৎকার বাগান আগে দেখিনি!"

অ্যাড্রিয়েন ফস্টার পটারের একটি গল্প অবলম্বনে



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati   V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi   S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

৪৪

বোকা খোঁজার গল্প!

আকবর ও বীরবলের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল। আকবর বললেন, “আমি দেখেই বলে দিতে পারি কোনো মানুষ জ্ঞানী কি না। কিন্তু একজন বোকাকে চেনা অত সহজ নয়।”

বীরবল উত্তর দিলেন, “না, না! একজন জ্ঞানীর চেয়ে একজন বোকাকে চেনা বেশি সহজ।”

আকবর বললেন, “হুম! যদি তুমি আগামীকাল বিকেলের মধ্যে আমাকে আটজন বোকা খুঁজে এনে দেখাতে পারো, আমি তাদের উপহার ও পুরস্কার দেব। তোমার জন্যও একটি পুরস্কার থাকবে।”

আর তাই পরদিন, উজ্জ্বল শীতের সকালে, বীরবল বোকাদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।



প্রথম যে ব্যক্তিকে তিনি দেখতে পেলেন, তিনি একটি গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন। লোকটির মাথার ওপর একটি বিশাল বোঝা ছিল। "আপনি আপনার বোঝাটি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?" বীরবল তাকে জিজ্ঞেস করলেন। "এটি গাধার পিঠে তুলে দিচ্ছেন না কেন?"

"আমার এই গাধাটি বহু বছর ধরে আমার সেবা করে আসছে," লোকটি উত্তর দিল। "এখন এটি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এর শক্তিও ফুরিয়ে গেছে। তাই আজ আমি চাই না যে এটি বাড়তি কোনো বোঝা বহন করুক।"

বীরবল হেসে উঠলেন। "আজ বিকেলে রাজদরবারে চলে আসুন," তিনি বললেন।

"মহারাজ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।" এই বলে তিনি নিজের পথে এগিয়ে চললেন।

কিছুক্ষণ পর, তিনি এক কৃষক আর তার ছেলের দেখা পেলেন। তারা ক্ষেতের মধ্যে কিছু একটা খুঁজছিল। বীরবল তাদের কাছে গেলেন। "আপনারা কী খুঁজছেন?" তিনি জানতে চাইলেন।

"আমরা আমাদের জমানো টাকা-পয়সা এই জায়গায়ই কোথাও পুঁতে রেখেছিলাম," কৃষকটি বলল। "আমরা সেটাই খুঁজছি।"

"কিন্তু জায়গাটি চিনে রাখার জন্য আপনারা কি কোনো চিহ্ন রাখেন নি?" বীরবল জিজ্ঞেস করলেন।

"ক্ষেতের মধ্যে একটি ময়ূর নাচছিল। আমরা ঠিক তার কাছেই একটি গর্ত খুঁড়েছিলাম," ছেলেটি উত্তর দিল।

বীরবল হেসে উঠলেন এবং তাদের রাজদরবারে আসতে বললেন। এরপর তিনি আরও কিছুটা পথ এগিয়ে গেলেন। এ কী কাণ্ড! রাস্তার মাঝখানে দুজন লোক মারামারি করছিল। "থামুন! থামুন!" বীরবল তাদের মিনতি করে বললেন। "আপনারা মারামারি করছেন কেন?"

লোকদুটির একজন বলল, "এই লোকটা! আমি ওকে বলেছিলাম যে, আমাদের যদি একটা বলদ থাকত, তবে বেশ ভালো হতো। আর অমনি ও আমাকে হুমকি দিয়ে বসল যে, ও নাকি ওর বাঘ দিয়ে আমার বলদটাকে আক্রমণ করাবে!" অপর লোকটি বলল, "নিশ্চয়ই, আমি তো তাই করবই—

আমি আমার বাঘ দিয়ে তোমার ষাঁড়টাকে খাওয়াবো।" বীরবল চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাঘটা কোথায়?"

প্রথমজন বলল, "আমরা ঈশ্বরের কাছে বর চাইতে যাচ্ছিলাম। আমি যখন একটা ষাঁড় চাইতে যাচ্ছিলাম, তখন এই লোকটা একটা বাঘ চাইল। ও কেন চায় আমার ষাঁড়টা মরে যাক?" বীরবল হেসে উঠলেন। তিনি ওদের দুজনকেই রাজপ্রাসাদে আসতে বললেন।

একটু এগিয়ে যেতেই, সামনে, একজন লওকের দেখা পাওয়া গেল, সে একটা কাদা-জলে ভরা ডোবায় পড়ে গিয়েছিল। লোকটি দু'হাত শূন্যে তুলে রেখেছিল। বীরবল তাকে তুলতে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ালেন। লোকটি বলল, "আমার হাতে হাত দেবেন না! আমি যে আলমারিটা বানাচ্ছি, তার মাপ এইমাত্র শেষ করলাম। আপনি যদি আমার হাত সরিয়ে দেন, আমি আলমারিটা কতটা চওড়া ভুলে যাব।"



বীরবল তাকে প্রাসাদে আসতে বললেন।

তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। সমস্ত সভাসদ সমবেত হয়ে গেছিলেন। বীরবলের নির্বাচিত ছয়জন লোক তাদের সবাইকে ব্যাখ্যা করছিল, বীরবল তাদের কী করতে দেখেছিলেন।

সবাই হেসে উঠলে, লোকগুলো হতভম্ব হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

সবার শেষে আকবরের দেওয়া উপহারগুলো তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো এবং তারা হাসিমুখে বিদায় নিল।

তারা সবাই চলে গেলে, আকবর বীরবলের দিকে ফিরে বললেন, "তোমার জন্য কোনো পুরস্কার নেই!" "আমি আটজন বোকা চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এনেছ মাত্র ছয়জন!"

বীরবল উত্তর দিলেন, "আপনার জন্য এই বোকাদের খুঁজতে গিয়ে আমি অর্ধেক দিন নষ্ট করেছি। তাহলে আমি হলাম সপ্তম বোকা! আর অষ্টম বোকা হল........" তিনি থেমে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

"....ম, ম, মানে আমি নিজে ছাড়া আর কেউ নই, কারণ আমিই তোমায় এমন এক অদ্‌ভুতুড়ে অভিযানে পাঠিয়েছিলাম!" আকবর বললেন।

প্রাসাদ হাসিতে মুখরিত হয়ে উঠল।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

ছোট ছাগলছানার অভিযান

এক বনের ভেতর একটি গুহায়, এক ছোট্ট ছাগলছানা তার বাবা ও মায়ের সাথে বাস করত। এই ছোট ছাগলছানাটির মনে গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে জগত ঘুরে দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে সাবধান করে রেখেছিল, "বনে সিংহ আর বাঘ ঘুরে বেড়ায়। তাই তুমি কখনোই একা একা বাইরে বের হবে না!"

একদিন সেই ছোট ছাগলছানাটির ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল। তার বাবা-মা তখন খাবারের খোঁজে বাইরে গিয়েছিল। "আর কতক্ষণ আমাকে এভাবে ভেতরে বন্দি হয়ে থাকতে হবে?"— তার ভীষণ বিরক্ত লাগছিল।

ভয়ে ভয়ে সে গুহার বাইরে উঁকি দিল। পাখিরা গান গাইছিল। গাছের ডালে কাঠবিড়ালিরা কিচিরমিচির করছিল। মৃদু বাতাস পাতাগুলোকে যেন নাচের তালে মাতিয়ে তুলেছিল। এসব দেখে ছোট্ট ছাগলছানাটি মুগ্ধ হয়ে গেল! সে আপনমনে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।

গাছের সারির মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, ছাগলছানাটি বনের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বনের একএকটি নতুন দৃশ্য তাকে আরও আরোও সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এভাবেই সে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এভাবেই কখন যেন চারদিকে অন্ধকার হয়ে এল।

এবার তো ঘরে ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছোট ছাগলছানাটি তো বাড়ি ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেছিল! এখন সে কী করবে? সে এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর লুকিয়ে থাকার মতো একটি নিরাপদ জায়গার খোঁজ করতে লাগল।





ওহ! এই তো একটা গুহা! ছোট্ট ছাগলছানাটি গুহার ভেতরে উঁকি দিল। গুহাটি ছিল একদম খালি। সে ঠিক করল, ওখানেই অপেক্ষা করবে। এই তো, এই বুঝি তার মা-বাবা তাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়ল বলে। ছোট্ট ছাগলছানাটি তার অন্তরের গভীরে এ কথা জানত।

কিন্তু সে যা জানত না, তা হলো—এটি ছিল একটি শিয়ালের গুহা! শিয়ালটি বাইরে গিয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই সে ফিরে এল। গুহার ভেতরে অন্য কোনো প্রাণীর উপস্থিতি টের পেয়ে সে গুহার মুখে থমকে দাঁড়াল এবং হাঁক দিয়ে বলল, "কে ওখানে! আমার গুহা থেকে বেরিয়ে আয়!"

আহা! বাবা-মায়ের সান্নিধ্যের জন্য ছাগলছানাটির মন তখন কী ভীষণই না আকুপাকু করছিল! কিন্তু ঠিক তখনই তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে খুব গম্ভীর ও ভারী গলায় জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করল: "কে ওখানে! আমি যে স্বয়ং সিংহরাজের কাকা! রাতের খাবারে আমি বাঘ চিবিয়ে খাই। যা, গিয়ে আমার জন্য পঞ্চাশটা বাঘ ধরে নিয়ে আয়!"

কথাটা শুনে শিয়ালটি ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। "সর্বনাশ! আমার গুহার ভেতরে তো দেখি এক রাক্ষস এসে আস্তানা গেড়েছে!"—মনে মনে ভাবল সে। তাই সে দৌড়ে বাঘদের সর্দারের কাছে গেল।

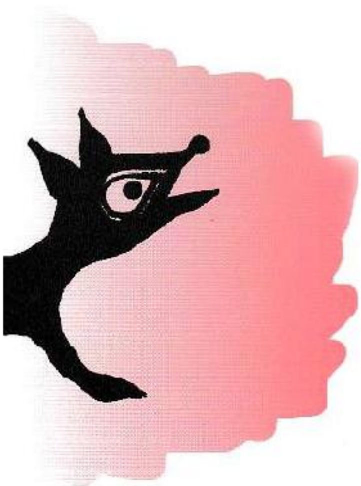
"বাঘমামা!" সে চিৎকার করে উঠল, "আমার বাড়িতে এক ভীষণদর্শন প্রাণী এসে ঘাঁটি গেড়েছে! সে নাকি খাওয়ার জন্য পঞ্চাশটা বাঘ চাইছে!"

"পঞ্চাশটা বাঘ খেয়ে ফেলতে পারে—এমন প্রাণী আবার কেমনতর?"



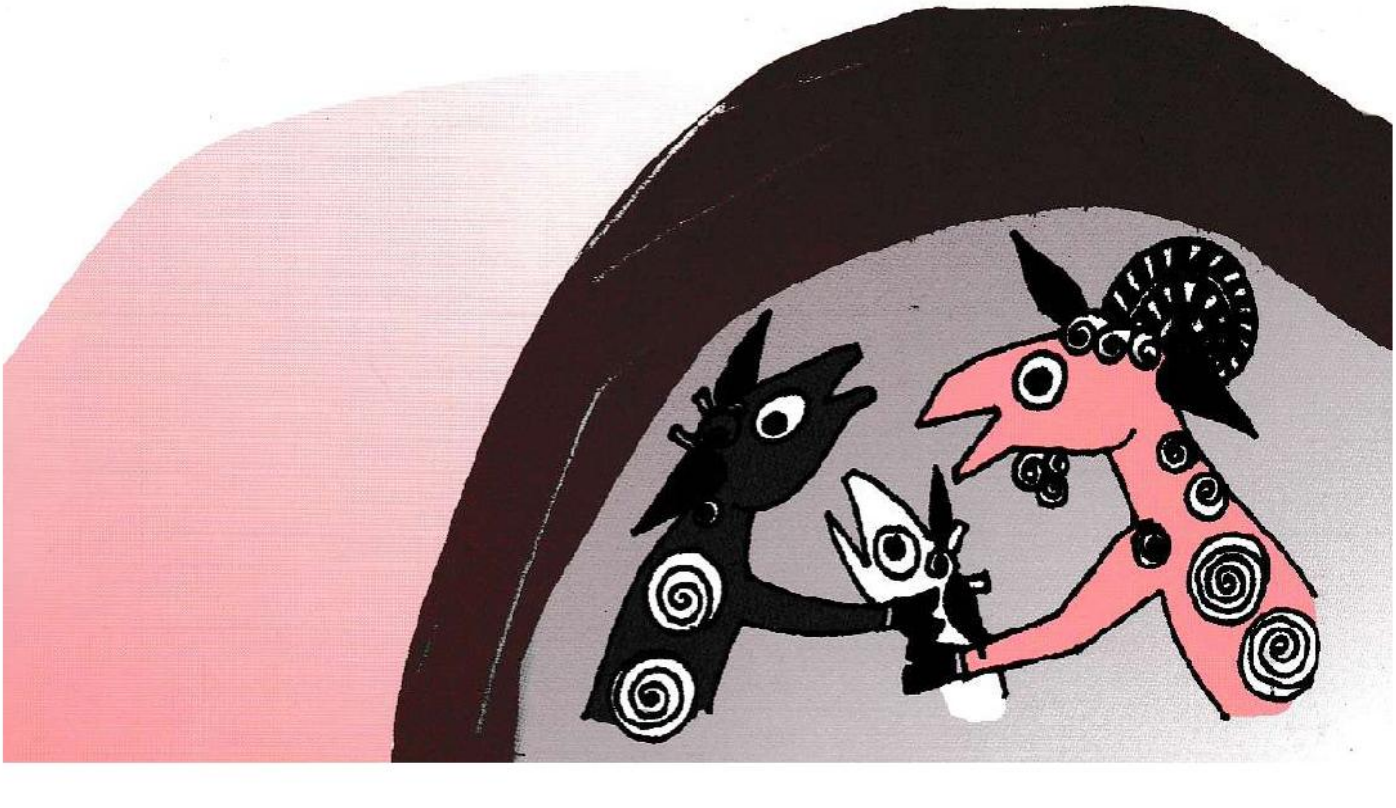
"বাঘ মামা, হ্যাঁ, সে অনেক বড়!" বলল শেয়ালটা।
"আমি ওটাকে তাড়িয়ে দেব," ঘোষণা করল বাঘের দলপতি।
"এবার আমাকে ওখানে নিয়ে চলো তো দেখি!"





এদিকে, মা ও বাবা ছাগল তাদের বাচ্চাকে খুঁজছিল। তারা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাচ্চার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে শেয়ালের গুহায় পৌঁছে গেল। কী এক আনন্দময় সাক্ষাৎ! কিন্তু এখন বাচ্চাটা তাদের সব ঘটনা বলল। সে তাদের সতর্ক করে দিল যে শেয়ালটা শীঘ্রই ফিরে আসবে। এমনকি সে একটা বাঘকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে! ছাগলদের পালানোর একটা পরিকল্পনা দরকার ছিল। তারা ভাবল, কথা বলল এবং আরও ভাবল।

একটু পরেই শেয়ালের ফিরে আসার শব্দ শোনা গেল। আর এই নতুন শব্দটা কিসের? একটা লম্বা, নিচু গর্জন! ধীরে ধীরে সেটা কাছে আসতে লাগল। গর্জন আরও জোরালো হতে লাগল। শীঘ্রই সেই শব্দে গুহাটা ভরে গেল! তিন ছাগল ভয়ে গুহার আরও ভেতরে সিঁধিয়ে গেল!



শেয়ালটা আবার তার গুহায় অচেনা প্রাণীদের উপস্থিতি টের পেল। কিন্তু সে কিছু বলার বা করার আগেই, একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শোনা গেল: "আহ্! আহ্!" মা ছাগলটা বাচ্চাটার কান ধরে টানছিল!

এবার বাবা ছাগলটা গম্ভীর গলায় বলল: "কাঁদছিস কেন, সোনা?" মা ছাগলটাও তার গলার স্বর পাল্টে বলল: "আমাদের মিষ্টি বাচ্চাটার খিদে পেয়েছে!" "ও এর মধ্যেই একটা হাতি, একটা ভালুক আর একটা মহিষ খেয়ে ফেলেছে। শেষ পাতে মিষ্টি হিসেবে ও একটা সুস্বাদু বাঘ চায়!"

"ব্যস, এইটুকুই?" বাবা বলল। "একটু অপেক্ষা কর! আশেপাশে নিশ্চয়ই অনেক বাঘ আছে। আমি একটা শেয়ালকে অনেক বাঘ নিয়ে আসতে বলেছি!"

সেই শুনে, শেয়াল আর সর্দার বাঘ দুজনেই ভয়ে কাঁপতে লাগল। "বলে কি!! বাচ্চাটা হাতি, ভালুক আর মহিষ গিলে ফেলেছে?" সর্দার বাঘ বলল।

"আমি যদি গুহায় যাই, আমার কী হবে?" এই বলে সে যত জোরে পারল দৌড়ে পালাল।

আর শেয়ালটা? তোমরাই বল, সে কি এরপর কী হয় তা দেখার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারে?

একটি ভারতীয় লোককথা



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

শ্রবণ কুমার

শ্রবণ কুমারের বাবা-মা ছিলেন বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন। তবে শ্রবণ কুমারের মতো একজন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ পুত্র তাঁদের ছিল। শ্রবণ তাঁদের অত্যন্ত যত্নসহকারে সেবা করত। সে তাঁদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করত। একদিন, শ্রবণের বাবা-মা তাঁদের জীবনের শেষ তীর্থযাত্রায় যাবার গভীর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শ্রবণ তাঁদের নিরাপদে ভ্রমণের উপায় খুঁজে বের করার কথা ভাবতে লাগল। সে দিন-রাত কেবল এই নিয়েই গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকল।

অবশেষে, সে একটি পরিকল্পনা করল এবং অবিলম্বে সেই অনুযায়ী কাজে লেগে গেল। প্রথমে, সে একটি মজবুত বাঁশের সাথে দুটি বড় ঝুড়ি বেঁধে দিল। এরপর, সে তার বাবা-মাকে সেই ঝুড়ি দুটির ভেতর তুলে দিল।



এবার সে বাঁশটি নিজের কাঁধে তুলে নিল। এখন তারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত!

তারা যখন যাত্রা শুরু করল, তখন গ্রামের অন্য বাসিন্দারা তাদের অনেক আশীর্বাদ করলেন এবং উপহার হিসেবে তাদের অনেক ফল ও ফুল দিলেন।



শ্রবণ তার বাবা-মাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল, বিভিন্ন শহর, পাহাড়-পর্বত এবং নদ-নদীর ওপর দিয়ে তারা চলতে লাগল। আর তারা যেখানেই যেতেন, সেখানেই মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহৃদয়তা পে্তেন। "এ যেন এক বিস্ময়!"—মানুষজন সবিস্ময়ে বলে উঠত।

শ্রবণের শান্ত মুখচ্ছবি এবং তার বাবা-মায়ের মুখে ফুটে ওঠা স্নিগ্ধ হাসি দেখে মানুষের চোখে জল এসে যেত।

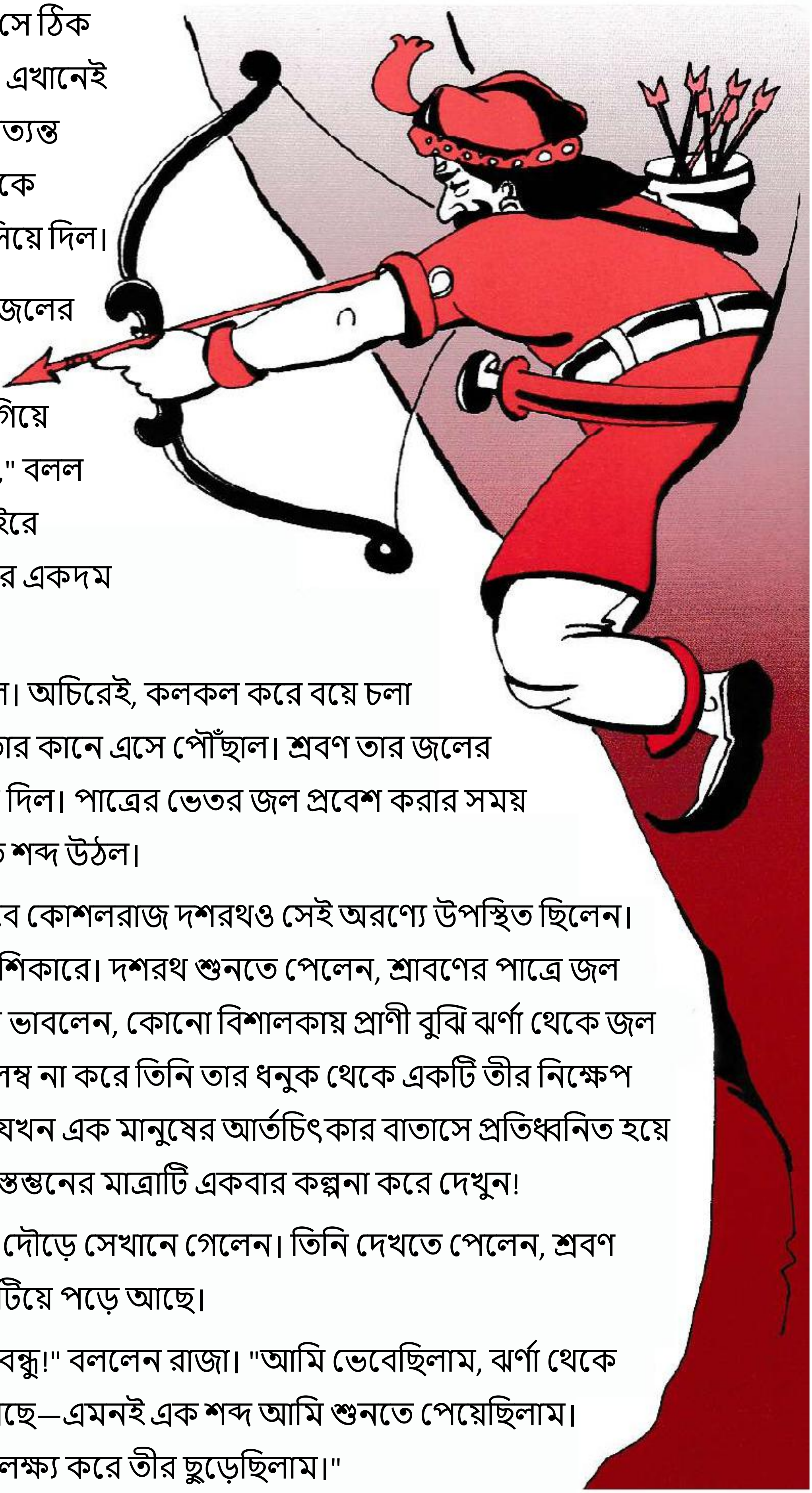
শ্রবণের মনে গভীর ইচ্ছা জাগত যে, তারা যেসব চমৎকার স্থানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, সেখানকার মানুষজন ও প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো তার বাবা-মাও যদি দেখতে পেতেন! তাই সে তাদের কাছে সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করার চেষ্টা করত। আর তার বাবা-মাও সেই বর্ণনা শুনতে বেশ আনন্দ পেতেন।

সবরকম বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, এটি ছিল একটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক যাত্রা।

একদিন তাদের যাত্রাপথে পড়ল এক গভীর অরণ্য। তার মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হলেন তাঁরা। কী অপূর্ব স্থান সেটি! পাখির কলকাকলিতে চারপাশের বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। হরিণের দল লাফালাফি করতে করতে পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। খরগোশেরা তাদের গর্তের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছিল আর ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোমল ফার্ন লতাগুলো মৃদু বাতাসে দুলছিল। পথ চলতে চলতে শ্রবণ তার বাবা-মায়ের কাছে এই সবকিছুই বর্ণনা করে যাচ্ছিল।

হঠাৎ করেই পাখির গানের সুর ছাপিয়ে সেখানে এক আতঙ্কের চিৎকার শোনা গেল। হরিণের দল ভয়ে এদিক-সেদিক ছুটে পালাল। খরগোশগুলোও চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই দেখে শ্রবণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পথ চলতে লাগল।

এখানে তাদের জন্য কি কোনো বিপদ অপেক্ষা করছিল? সে ঠিক করল, আজ রাতের মতো এখানেই যাত্রাবিরতি করবে। সে অত্যন্ত যত্নসহকারে তার বাবা-মাকে একটি গাছের গোড়ায় বসিয়ে দিল।



ওহ, সর্বনাশ! তাদের জলের পাত্রটি যে একেবারে খালি হয়ে গেছে! "আমি গিয়ে কিছুটা জল নিয়ে আসছি," বলল শ্রবণ। "আমি যতক্ষণ বাইরে থাকব, আপনারা দয়া করে একদম চুপচাপ বসে থাকবেন।"

সে দৌড়ে বেড়িয়ে গেল। অচিরেই, কলকল করে বয়ে চলা একটি ঝর্ণার সুমধুর শব্দ তার কানে এসে পৌঁছাল। শ্রবণ তার জলের পাত্রটি ঝর্ণার জলে ডুবিয়ে দিল। পাত্রের ভেতর জল প্রবেশ করার সময় 'গলগল' করে এক অদ্ভুত শব্দ উঠল।

সেদিন কাকতালীয়ভাবে কোশলরাজ দশরথও সেই অরণ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে এসেছিলেন শিকারে। দশরথ শুনতে পেলেন, শ্রাবণের পাত্রে জল ভরে ওঠার সেই শব্দ। তিনি ভাবলেন, কোনো বিশালকায় প্রাণী বুঝি ঝর্ণা থেকে জল পান করছে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তিনি তার ধনুক থেকে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই যখন এক মানুষের আর্তচিৎকার বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, তখন তার বিস্ময় ও স্তম্ভনের মাত্রাটি একবার কল্পনা করে দেখুন!

শব্দ লক্ষ্য করে দশরথ দৌড়ে সেখানে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, শ্রবণ সেখানে আহত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে আছে।

"আমাকে ক্ষমা করো, বন্ধু!" বললেন রাজা। "আমি ভেবেছিলাম, ঝর্ণা থেকে কোনো প্রাণী জল পান করছে—এমনই এক শব্দ আমি শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তো আসলে তাকেই লক্ষ্য করে তীর ছুড়েছিলাম।"

শ্রবণ অত্যন্ত কষ্ট করে কোনোক্রমে বলল, "আমার জন্য আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। বরং এই জলের পাত্রটি নিয়ে আমার বাবা-মায়ের কাছে যান। তারা ভীষণ তৃষ্ণার্ত। আপনি তাদের কাছে গিয়ে জল পান করতে সাহায্য করুন; কারণ তারা অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিহীন।"

"কিরকম রত্ন এই স্নেহপ্রবণ পুত্র!" ভাবলেন দশরথ। "কীভাবে সে তার পিতামাতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে! আর আমি—আমি নিজেই কিনা এমন এক মহৎ মানুষকে বাণবিদ্ধ করেছি!"

শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন দশরথ।

"তাড়াতাড়ি করুন! এই জলটুকু নিয়ে যান!" এই বলেই শ্রবণ প্রাণত্যাগ করল। দশরথ শ্রবণের নিথর দেহটি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। অন্য হাতে তুলে নিলেন জলের পাত্রটি। ধীর পায়ে তিনি সেই পথ ধরে এগোতে লাগলেন, যে পথ ধরে শ্রবণ ঝর্ণার দিকে গিয়েছিল।

তাঁর পায়ের শব্দ শুনে শ্রবণের পিতামাতা ডেকে উঠলেন, "অবশেষে তুমি এসেছ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমরা তোমার জন্য ভীষণ চিন্তায় পড়েছিলাম!"

মহারাজ দশরথ লজ্জায় অধোবদন হলেন! কম্পিত হস্তে তিনি জলের পাত্রটি শ্রবণের পিতামাতার হাতে তুলে দিলেন। এরপর তিনি তাঁদের শ্রবণের মৃত্যুর সংবাদ জানালেন।

শ্রবণের পিতামাতা অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের বুকফাটা আর্তনাদ সমগ্র অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। দশরথ তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন; তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখন থেকে আপনারা কি আমাকেই আপনাদের পুত্র হিসেবে মেনে নেবেন? দয়া করে আপনারা আমার সাথে চলুন আর আমার পরিবারের সাথে এসে থাকবেন চলুন।"

কিন্তু তাঁরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁরা বললেন, "এই শোক আমাদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। শ্রাবণকে ছাড়া আমরা আর বেঁচে থাকতে পারব না।" এরপর তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "একদিন যখন তোমার নিজের প্রিয় পুত্র গৃহত্যাগ করবে, তখন তুমি আমাদের এই যন্ত্রণার গভীরতা বুঝতে পারবে।" এই বলে তাঁরাও প্রাণত্যাগ করলেন।

বহু বছর পর, এক চরম পরিস্থিতির কারণে দশরথ ও তাঁর পুত্র রামের বিচ্ছেদ ঘটল। দশরথ তাঁর সেই শোক সহ্য করতে পারছিলেন না। তখন শ্রবণের পিতামাতার সেই কথাগুলো তাঁর কানে বারবার বাজতে লাগল।

© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy